

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমস্যা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রধান সমস্যা হইল সেসনজট। চার বৎসর মেয়াদী বিএসসি, ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স শেষ করিতে বর্তমানে লাগে ৬½ বৎসর। কয়েক বৎসর পূর্বে সিলেবাস ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করা হইলেও পরিস্থিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পর ছাত্রদের মাসের পর মাস ক্লাস শুরু অপেক্ষায় তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকিতে হয়। নোটিশ দেওয়ার পরও ক্লাস শুরু হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও শিক্ষকদের অসহযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারী ফার্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। বুয়েটে পাঠদান অপেক্ষা তাহারা ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেই বেশী আগ্রহী বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কও বিশেষ ভাল নয়। আবাসিক হলসমূহে বহিরাগতরা অবস্থান করিলেও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। হলসমূহে সরবরাহকৃত খাদ্যের মানও অতি নিচু। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা বুয়েট-এর এই সকল সমস্যার প্রতিকার চাহিতেছি। সেই সাথে অবিলম্বে '৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু, শর্ট টার্মে সকল ছাত্রকে কোর্স গ্রহণের অনুমতি প্রদানের আবেদন জানাইতেছি।

—মোঃ কামরুল হাসান, মোঃ জাকির হোসেন, পশ্চিম ধানবাড়ি, ঢাকা।